

ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাডান

বাংলাদেশে এখন যেই পরিস্থিতি তাতে এদেশকে পরবর্তী আফগানস্থান বললে অতুষ্টি হবে না। জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, উগ্রবাদ প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনকে বিষিয়ে তুলছে। আর এ সব কিছুই জন্য কে দায়ী সেটা এদেশের ১৪ কোটি মানুষ জানলেও শতকরা ৯৯% মানুষ-ই সেটা স্বীকার করবে না। কেউ কেউ বিষয়টি এড়িয়ে যাবে নয়তোবা অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ধর্ম দায়ী সেটা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ দুইভাবেই হতে পারে। ‘ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, উগ্রবাদ সমর্থন করে না, ইসলাম সহনশীল ধর্ম’ এগুলো হলো মিথ্যা ফাঁকা বুলি সম্পূর্ণরূপে। যারা এসব মিথ্যা বুলি আওড়ান তারা ভন্ড, নয়তোবা মুর্খ। তারা আসলে বোকাম স্বর্গে বাস করছেন। তারা জাতিকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে ফেলছেন। দেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ প্রসারের জন্য এই শ্রেণীর বক্তারা বহুলাংশে দায়ী। এই বক্তাদের মধ্যে আছেন রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, চাকরিজীবী এবং সর্বপরি দেশের সাধারণ জনগন ও এর মধ্যে আছে। এরা আসলে নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারছে। এর জন্য জাতিতে চরম মূল্য দিতে হতে পারে। এখন পর্যন্ত যত জঙ্গিবাদি, মৌলবাদি কিংবা জেএমবির সদস্য গ্রেফতার হয়েছে তাদের সবাই ইসলাম ধর্মের সাথে কোনো না কোনো ভাবে অবশ্য-ই জড়িত। কেউ মাদ্রাসার ছাত্র, কেউ শিক্ষক, কেউ মসজিদের ইমাম, খতিব অথবা কেউ কোনো না কোনো ইসলামি সংগঠনের সদস্য। এরা সবাই আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং এরা বোমা হামলা করে প্রকৃত ইসলাম যেই সমাজরাষ্ট্র গঠন করতে বলেছে সেই সমাজরাষ্ট্র-ই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রকৃত ইসলামের সাথে এদের কোনো বিরোধ নেই আর থাকলেও তা একবারেই কম। এরাই প্রকৃত মুসলিম। বাংলাদেশের সাধারণ জনগন প্রকৃত মুসলিম নয়। কারণ তারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন বেছে নিয়েছে। সোজাকথা ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখন কাফের (ভাববেন না যে আমি সাধারণ মানুষকে গালি দিচ্ছি, আমি শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সাধারণ মানুষের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করছি আর আমি নিজেও ইসলামের দৃষ্টিতে একজন কাফের নারী) আর ইসলামের বিধান হলো কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। সেই জিহাদ মানসিক, শারীরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, ব্যক্তিগত সকলক্ষেত্রেই করতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে এর জন্য নিজের প্রাণ ও উৎসর্গ করতে হবে। তথাকথিত ‘পবিত্র’ কোরানে স্পষ্টভাবে লিখিত রয়েছে ‘হে নবী, কাফের, মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করো’[৯:৭৩], ‘আর যখন হারাম মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন মুশরিকদের হত্যা করো এবং প্রতিটি ঘাটিতে তাদের খবর নেয়ার জন্য শক্ত হয়ে বসো.....’[৯:৫] সুতরাং বর্তমানে যেই বোমাবাজি চলছে জঙ্গিদের তা সম্পূর্ণ ইসলামসম্মত। আল্লাহ কিংবা ইসলামপন্থীদের কাছে মানবতা বড় কথা নয়। তাদের নিকট বড় কথা হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম রক্ষার জন্য প্রয়োজনে যে কোনো কাজ-ই জায়েজ। সেটা মানুষ হত্যা, ধর্ষণ, হুমকি দেয়া, বোমাবাজি যেটাই হোক না কেন। এটা ঠিক যে ইসলাম নিরপরাধ মানুষ হত্যা নিষেধ করেছে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে বর্তমানে দেশের কেউ ই নিরপরাধ নয়। কারণ তারা গোনাহগার

যেহেতু তারা মানবরচিত আইন সমর্থন করে। নিরপরাধ হোলো একমাত্র জেএমবির সদস্যরা ইসলামের দৃষ্টিতে। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের মত বিশ্বভাষ আর কোথাও পৃথিবীতে আছে বলে আমার মনে হয় না। তারা মৌলবাদ, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করে অথচ এগুলোর মূল উৎস ইসলামের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও উচ্চারণ করে না। বরং তোতাপাখির মতো বুলি আওড়িয়ে যায় যে ইসলাম শান্তির ধর্ম ইসলাম অমুক সমর্থন করে না তমুক সমর্থন করে না। এখন এসব বলা একটা ফ্যাশন হয়ে দাড়িয়েছে। ইসলামের পা চাটা, এর পক্ষে ওকালতি করা, এর গুনগান গাওয়া এখন আমাদের দেশে খুব প্রশংসার ব্যাপার। যে এগুলো করে অথবা যে মেয়ে বোরখা-হিজাব পরিধান করে সে সমাজের দৃষ্টিতে খুব 'নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন' মানুষ। আর যে নাস্তিক, যে ধর্মের মানবতাবিরোধী নিয়মের বিরোধীতা করে, যে আধুনিকতার পুজারী সে অথবা যে মেয়ে ওয়েস্টার্ন আউটফিট পরিধান করে সেই সমাজের দৃষ্টিতে খুব 'নৈতিক অবক্ষয়গ্রস্ত' মানুষ। এই হচ্ছে আমাদের সমাজের অবস্থা! সাধারণ মানুষ যারা নাকি তথাকথিত 'জঙ্গিবাদবিরোধী মুসলিম' তারাও এই কুসংস্কারচ্ছন্ন, মধ্যযুগীয় মানসিকতার অধিকারী। যারা জুম্মার নামাজের পর জঙ্গিবিরোধী মিছিলে অংশ নেয় তারা যে খুব আধুনিক এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ তাদের মধ্যে-ও ইসলামের প্রতি সফট কর্ণার আছে। তারাও পর্দা প্রথার সমর্থক। গত ১১-১২-০৫ রবিবারের যুগান্তর পত্রিকার ৩য় পাতায় হাসনাত আব্দুল হাই নামক জনৈক নিয়মিত কলাম লেখক মন্তব্য করেছেন যে ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন এবং আধুনিক জীবনযাপনের - এ দুইয়ের সাথে নাকি কোনো বিরোধ নেই। বাহ! কি হাস্যকর উক্তি। আব্দুল হাই সাহেব কিন্তু খুব ভাল করেই জানেন ইসলাম ও আধুনিকতা সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এইরকম কথা বললেন ইসলাম ধর্মের প্রেস্টিজ বাঁচানোর জন্য এবং নিজে কিছু প্রশংসা আদায়ের জন্য। কারণ ইসলামের পক্ষে কথা বললে তো এদেশে বিনা পয়সায় খ্যাতি লাভ করা যায়! আসলে এই টাইপের বুদ্ধিজীবীরা ভন্ড। তারা মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন। যেখানে মুসলিম বিশ্বে আধুনিকতার লেশমাত্র নেই, যেখানে ইসলাম মানলে রক্ষনশীল, গৌড়া সমাজ গঠন করতে হবে সেখানে, ইসলামে যেখানে পাথড় ছুঁড়ে মানুষ হত্যার বিধান আছে, হাত কেটে দেয়ার বিধান আছে, নারীকে হিজাবে ঢেকে রাখার এবং ঘরে রাখার বিধান আছে, নারীপুরুষের সহবস্থান যেখানে নিষিদ্ধ, যে ধর্মের সমর্থকরা ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জাকে সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে মাঠে নামার জন্য হুমকি দেয় এবং বাংলাদেশে প্রমিলা ফুটবল, কুস্তি ও সাঁতার প্রতিযোগীতা বন্ধ করার জন্য আন্দোলন শুরু করে সেখানে কোন যুক্তিতে তিনি বললেন ইসলাম ও আধুনিকতার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই? ? ? ইসলামি শরিয়াহ বর্বর, নিষ্ঠুর, হিংস্র, রক্ষনশীল, গৌড়া, মানবতাবিরোধী, সভ্যতাবিরোধী এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসলাম ১০০% মেনে জীবনেও কোনো সমাজ আধুনিক হতে পারে না। বর্তমানে বাংলাদেশে ধার্মিকদের তান্ডব চলছে। ইসলাম যেন মামা বাড়ীর আবদার। যেন বললেই ইসলামকে হুজুর হুজুর কোরতে হবে। আমরা যেন ইসলাম মেনে চ;তে বাধ্য। মোল্লারা ভেবেছে কি? আমাদেরকে জোর করে ধর্ম মানাবে? কখনোই পারবে না তারা। দেশের জাতীয় দৈনিকগুলো-ও বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। ইসলামের বিরোধীতা করে পত্রিকায় চিঠি দিলে তা ছাপানো হয় না। অথচ ইসলামের পা চেটে , গুনগান গেয়ে, প্রশংসা করে চিঠি দিলে সেটা খুব ছাপানো হয়। আবার এইসব পত্রিকাই নিজেদের

কে ‘জঙ্গিবাদবিরোধী’ বলে দাবি করে! অনেকেই বোমা হামলার পর পত্রিকায় চিঠি লিখছেন এই মর্মে যে ‘ইসলাম খুব ভালো ধর্ম। পবিত্র কোরানের কোথাও বলা নেই মৌলবাদের কথা।’ তারা কোরানের আয়াত দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে ইসলাম মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ সমর্থন করে না। কিন্তু আমিও যে তাদের মত কোরানের বহু আয়াত উল্লেখ করে প্রমাণ করে দিতে পারি যে ইসলাম মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ - সব-ই সমর্থন করে। ইসলাম একটা কুৎসিত ধর্ম। কিন্তু দুঃজনক ব্যাপার হলো আমাকে সেই সুযোগটি দেয়া হয় না। অর্থাৎ আমার চিঠি-ই ছাপানো হয় না। আমি হয়তো ইসলাম লাভারদের সাথে মোকাবেলা করতে পারতাম যুক্তি দিয়ে। কিন্তু আমাকে আমার মত প্রকাশ করতেই দেয়া হয় নি। এই হলো আমাদের দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোর তথাকথিত ‘প্রগতিশীলতা’। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সম্ভবত ভীত পাছে ইসলামের ইমেজ নষ্ট হয়ে যায়, প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যায়। আর তা হলে তো তারা নিজেদের জাহির করতে পারবেন না!

নেত্রকোনায় সর্বশেষ আত্মঘাতী বোমা হামলার পর ইচ্ছে করছে মুসলমানদের তথাকথিত ‘পবিত্র কোরান’ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেই। কারন এই জঘন্য বইটিকে কেন্দ্র করেই যত রাজ্যের অশান্তি। জেএমবির কোনো সদস্যের সামনে গিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে ‘আমি ইসলাম মানি না মানবো না। ইসলাম ধর্মকে আমি ঘেন্না করি।’ আমাদের দেশের মানুষের আসলে এরকম কথাই বলা উচিত ছিলো জেএমবির হামলার পর। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সাধারণ মানুষ-ও জেএমবির ব্রেইন ওয়াশড সদস্যদের মত-ই ব্রেইন ওয়াশড। তাদের সবার কাছে ইসলাম খুব ভাল। কুক্ষনেও তারা ইসলামের বিরোধিতা করবে না ইসলাম জঘন্য মতবাদ এটা জেনে বুঝেও। এর জন্য মূল্য তাদেরকেই দিতে হবে।

সর্বশেষে একটা কথা বলতে চাই - দেশকে যদি বাঁচাতে চান, যদি জঙ্গিবাদের কালো থাবা ভেঙে গুড়িয়ে দিতে চান, জনজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাহলে ইসলাম নামক মানবতাবিরোধী জঘন্যতম ধর্মটির বিরোধিতা করুন, এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ুন। সেই সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা ও ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করুন। জামাতি ইসলাম, ইসলামি ঐক্যজোট, ঐক্যফ্রন্ট এইসব রাজনৈতিক দলের রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে। সেই সাথে বিভিন্ন ইসলামি এনজিও, ইসলামি ব্যাংক, ইসলামি অর্থ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম-ও নিষিদ্ধ করতে হবে। নতুবা এরা আমাদেরকে সুস্থ মানুষ হিসেবে এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে দিবে না।

তাসমিনা হোসেন

১২-১২-০৫